পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের

চক্রবাক

নজরুল ইস্‌লাম

ডি, এম্‌, লাইব্রেরী

৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—১॥০

প্রবাসী প্রেস
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী

সূচী

উৎসর্গ

বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী—

প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীচরণারবিন্দেষু

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।...
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ, কেন বারেবারে
মনে হ'ল এতদিনে দেখিনু দেবতা!
চোখ পু'রে এল জল, বুক পু'রে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন্ লোকে,
সে স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি'
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারীর ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরাণ স্নেহে—
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা 'পর।

(২)

নূতন করিয়া ভালো বাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে
ভরিয়া উঠিল বুক, গাহি নব গান !
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান !

উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্ব্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়ত জাগিবে মনে শুনি' মোর গীতি !

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হ'তে আন-চরে, সেই গান গাই !...

ভালো বেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান !

—ওগো ও চক্রবাকী,

তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি !
কোথা কোন্ লোকে কোন্ নদীপারে রহিলে গো তারে ভুলে ?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে ধরণীর কূলে কূলে।
দিবসে ঘুমালে সব ভু'লে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
"রোদ লাগে" ব'লে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁপিয়া তবু কেন পলে পলে ;
ভাদরের পারা আদরের ধারা যাচিয়া যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিয়াছ পাছে পাছে,—
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে,
ভীরু মোর পাখী ! আঁধারে একাকী কোথা কোন্ বালুচরে ?

সাড়া দেয় বন, শন্ শন্ শন্—ঐ শোনো মোর ডাকে,
তটিনীর জল আঁখি ছলছল ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে,
ফিরায়ে আমার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ও-পারের তীরে ঝিরি ঝিরি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরি ঝিরি।
বিহগীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষ-পুটে,
বলে "বিরহী রে, মোর সুখ-নীড়ে আয় আয় আয় ছুটে !
জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে !"
ঠোঁট-ভরা মধু আসে কুলবধূ, বলে, "আঁধারের পাখী,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি ?
চল তরুতলে, এই অঞ্চলে দিব সুখ-শেজ পাতি'
ভুলের কাননে ফুল তু'লে মোরা কাটাইব সারা রাতি !"
অসীম আকাশ আসে মোর পাশ তারার দীপালি জ্বালি',
বলে, "পরবাসী ! কোথা কাঁদ আসি' ? হেথা শুধু চোরাবালি !
তোমার কাঁদনে আমার আগুনে নিবে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস মোরা হব সাথী !"···

৮

মানে না পরাণ, গেয়ে গেয়ে গান কূলে কূলে ফিরি ডাকি,
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী!
চাহি ও-পারের তীরে,
কভু না পোহায় বিরহের রাতি এতই দীরঘ কি রে?
না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
প'ড়ে যায় মাঝে, নিবে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা।
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের স্রোত-বেগে,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে নিশীথ-প্রভাতে জেগে!

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয় ত কোথায় বাঁধিয়া কুলায় তুমি ঘুম যাও সুখে।
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ জীবনে শুকাবে না,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত,—যতেক অচেনা চেনা
আসিবে সবাই; আসিবে না তুমি তব চির-চেনা নীড়ে,
এ-পারের ডাক ও-পার ঘুরিয়া এ-পারে আসিবে ফিরে!
হয় ত জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
জানি গো আমার কাটিবে না আর এই বিরহের নিশি,
খুঁজিবে বৃথাই আঁধারে তোমায় দশদিকে দশ দিশি।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি—
খুঁজিবে সাগর মরু প্রান্তর গিরি দরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভু'লে আস এই কূলে কোনোদিন রাতে রাণী,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও ভুলে নিও ঝরা এ পালকখানি।

তোমারে পড়িছে মনে

তোমারে পড়িছে মনে

আজি নীপ-বালিকার ভীরু শিহরণে,

যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছল ছল মুখে

কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে—

তোমারে পড়িছে মনে।

হয় ত তেমনি আজি দূর বাতায়নে

ঝিলিমিলি তলে

ম্লান লুলিত অঞ্চলে

চাহিয়া বসিয়া আছ একা,

বারে বারে মুছে যায় আঁখি-জল-লেখা।

বারে বারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,

তুমি জাগ, জাগে সাথে বরষার রাতি।

সিক্ত-পক্ষ পাখী

তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী

হয় ত তেমনি করি' ডাকিছে সাথীরে,

তুমি চাহি আছ শুধু দূর শৈল-শিরে।

তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন ছায়া

গগনে গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া।...

আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা—
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে !—জানি আমি জানি
তোমারে পাব না আমি। এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরি কণ্ঠে যাহাদেরে কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মত জড়ায়ে রহিল যারা তবু।
বহে আজি দিশাহারা শ্রাবণের অশান্ত পবন,
তারি মত ছুটে ফেরে দিকে দিকে উচাটন মন,
খুঁজে যায় মোর গীত-সুর
কোথা কোন্ বাতায়নে বসি তুমি বিরহ-বিধুর।

তোমার গগনে নেভে বারে বারে বিজলীর দীপ,
আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝ'রে যায় নীপ।
তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল,
আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।
আমার বেদনা আজি রূপ ধরি' শত গীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে—বিরহিনী—তব তরে ঝুরে !

এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল !
তুমি দাও আঁখি-জল, আমি দিই ফুল।

———

বাদল-রাতের পাখী

বাদল-রাতের পাখী !
কবে পোহায়েছে বাদলের রাতি, তবে কেন থাকি' থাকি'
কাঁদিছ আজিও 'বউ কথা কও' শেফালির বনে একা,
শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা ?...
তুমি কাঁদিয়াছ 'বউ কথা কও' সে-কাঁদনে তব সাথে
ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহীন শাওন-রাতে।
বন্ধু, বরষা-রাতি
কেঁদেছে যে সাথে সে ছিল কেবল বর্ষা-রাতেরি সাথী।
আকাশের জল-ভারাতুর আঁখি আজি হাসি-উজ্জ্বল,
তেরছ-চাহনি যাদু হানে আজ, ভাবে তনু ঢল ঢল !
কমল-দীঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙুল মাখে,
আলুথালু বেশ—ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ-আঁচলে ঢাকে।
শিউলি-তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে।
শালুকের কুঁড়ি গুঁজিছে খোঁপায় আবেশে বিধুরা বধূ,
মুকুলি' পুষ্প-কুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু।

আজি আনন্দ-দিনে
পাবে কি বন্ধু বধূরে তোমার, হাসি দেখে লবে চিনে ?
সরসীর তীরে আম্রের বনে আজো যবে ওঠ ডাকি'
বাতায়নে কেহ বলে কি "কে তুমি বাদল-রাতের পাখী"!
আজো বিনিদ্র জাগে কি সে রাতি তার বন্ধুর লাগি' ?
যদি সে ঘুমায়—তব গান শুনি' চকিতে ওঠে কি জাগি' ?
ভিন্‌দেশী পাখী! আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই—উঠিয়াছে চাঁদ নব!
ভ'রেছে শূন্য উপবন তার আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায় বাজিতেছে হায় বাঁশী যার নদীকূলে ?
বাদল-রাতের পাখী!
উড়ে চল্—যথা আজো ঝরে জল, নাহিক ফুলের ফাঁকি!

—

স্তব্ধরাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,
ওরে মোর সাথী আঁখি-জল,
এইবার তুই নেমে আয়—
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়।

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল;
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়,
উল্কার মাণিক ছিঁড়ে ঝরে' পড়ে' যায়।
আঁখি-জল, তুই নেমে আয়—
বুক ছেড়ে' নয়ন-পাতায়!…

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলি নে যারে, হাসিতে পাবি কি তার আদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি'?
ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস্ নিতি অন্ধকারে?
পথ হ'তে আন্-পথে কেঁদে যাস্ ল'য়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস্ যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?

সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবে না কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা' ?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী !
যাহারে সকল দিবি, তারে তুই দিলি শুধু বাণী ?
সুরের সুরায় মেতে' কতটুকু কমিল রে মর্ম্মদাহ তোর ?
গানের গহীনে ডুবে' কতদিন লুকাইবি এই আঁখি-লোর ?
কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে।
অকূলে ভাসায়ে দিস্, ভেসে যায় মালা শূন্য-পানে।

সে-ই শুধু জানিল না, যার তরে এত মালা-গাঁথা,
জলে-ভরা আঁখি তোর, ঘুমে-ভরা তার আঁখি-পাতা।
কে জানে কাটিবে কিনা আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,
হয় ত হবে না গাওয়া কা'ল তোর আধ-গাওয়া গীত,
হয় ত হবে না বলা, বাণীর বুদ্বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন !
সময় ফুরায়ে যায়—ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন !
সময় ফুরায়ে যায়, চল্ এবে, বল্ আঁখি তুলি'—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ' মোর ভিক্ষা-ঝুলি !
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষা-পাত্র লয়ে' করে কভু আসি নাই।

ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মাণিকে মণিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর ! তাই শূন্য-চিতে
এসেছি বিবাগী আজি, ওগো রাজ-রাণী,
চাহিতে আসি নি কিছু ! সঙ্কোচে অঞ্চল মুখে দিও না ক' টানি'।
জানাতে এসেছি শুধু—অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে' দিয়ে—যাহারে গোপনে

চ'লে গেছি বন-পথে একদা একাকী,
বুক-ভরা কথা লয়ে—জল ভরা আঁখি।
চাহি নি ক' হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়েছি তারে সব, ফিরে' পেতে দিই নি ক' ঋণ!

ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকি-কিনি।
কারো প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারী করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে'!
জানিতে আসি নি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছ কি না সেই নদী-কূলে,
যার ভাটি-টানে—
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্য-পানে।
চাহি না ত কোনো কিছু, তবু কেন রয়ে' রয়ে' ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি ক'রে ফিরি, তবু নাহি সহা যায়
আজি আর এ দুখের সুখ।...

আপনারে ছলিয়াছি, তোমারে ছলি নি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।

বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বায়াতন-পাশে নিশীথ জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি!
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।..

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী।"
নিশিথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে!—
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল

আমার প্রিয়ার !—তোমার শাখার পল্লবমর্ম্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ীর আঁচল খানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া !

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি,—তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেচি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশ খানি,
বাতায়নে ঠেকি' ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি'।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন !
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, "কর বিদায়ের আয়োজন !"

—আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে !
মর্ম্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন ?
জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি !

হয় ত তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই ক'রে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে ?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,
—বল তাহে কার ক্ষতি ?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী !...

হয় ত তোমার শাখায় কখনো বসে নি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠে নি ডাকি'।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগে নি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালবাসি !
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক্ দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।—

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফ্‌রি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে—দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি' ?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি' ?

তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদিনী ঘুমাবে যবে,
মূর্চ্ছিতা হবে সুখের আবেশে,—সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর ?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার ?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে ?
খড়্‌খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে ?—
—অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি' ?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্দ্ধে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে।
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!...

* * *

ভুল করে' কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল ক'রে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি',
বন্ধ করিয়া দিও পুনঃ তায়!...তোমার জাফ্‌রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে!

কর্ণফুলী

—ওগো ও কর্ণফুলী,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশী লোনা!
তুমি শুধু জল কর টলমল; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু' ফোঁটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।
যুগ যুগ ধরি বাড়াইয়া বাহু তব দু'ধারের তীর
ধরিতে চাহিয়া পারেনি ধরিতে, তব জল-মঞ্জীর
বাজাইয়া তুমি ওগো গর্ব্বিতা চলিয়াছ নিজ পথে!
কূলের মানুষ ভেসে গেল কত তব এ অকূল স্রোতে!
তব কূলে যারা নিতি রচে নীড় তারাই পেল না কূল,
দিশা কি তাহার পাবে এ অতিথি দু'দিনের বুলবুল?
—বুঝি প্রিয় সব বুঝি,
তবু তব চরে চখা কেঁদে মরে চখীরে তাহার খুঁজি!

* * *

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে-যাওয়া ভাগিরথী—
তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?
দেশ দেশ ঘুরে পেয়েছি কি দেখা মিলনের মোহানায়,
স্থলের অশ্রু নিশেষ হইয়া যথায় ফুরায়ে যায়?

ওরে পার্ব্বতী উদাসিনী, বল্ এ গৃহ-হারারে বল্,
এই স্রোত তোর কোন্ পাহাড়ের হাড়-গলা আঁখিজল ?
বজ্র যাহারে বিঁধিতে পারেনি, উড়াতে পারেনি ঝড়,
ভূমিকম্পে যে টলেনি, করেনি মহাকালেরে যে ডর,
সেই পাহাড়ের পাষাণের তলে ছিল এত অভিমান ?
এত কাঁদে তবু শুকায় না তার চোখের জলের বান ?

তুই নারী, তুই বুঝিবি না নদী, পাষাণ নরের ক্লেশ,
নারী কাঁদে—তার সে আঁখিজলের আছে একদিন শেষ।
পাষাণ ফাটিয়া যদি কোনদিন জলের উৎস বহে,
সে জলের ধারা শাশ্বত হয়ে রহে রে চির-বিরহে !
নারীর অশ্রু নয়নের শুধু ; পুরুষের আঁখিজল
বাহিরায় গ'লে অন্তর হতে অন্তরতম তল !
আকাশের মত তোমাদের চোখে সহসা বাদল নেমে
রৌদ্রের তাত ফুটে ওঠে সখি নিমেষে সে মেঘ থেমে !

* * *

ওগো ও কর্ণফুলী !
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কাণ-ফুল খুলি ?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
"সাম্পান"-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে ?
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কাণ-ফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী ?

যে গিরি গলিয়া তুমি বও নদী, সেথা কি আজিও রহি'
কাঁদিছে বন্দী চিত্রকূটের যক্ষ চির-বিরহী ?

ভয় নাই প্রিয়, নিমেষে মুছিয়া যাইবে এ জল-লেখা,
তুমি জল—হেথা দাগ কেটে কভু থাকে না কিছুরি রেখা।
আমার ব্যথায় শুকায়ে যাবে না তব জল কা'ল হ'তে,
ঘুর্ণ্যবর্ত্ত জাগিবে না তব অগাধ গভীর স্রোতে।
হয়ত ঈষৎ উঠিবে দুলিয়া, তার পর উদাসিনী,
বহিয়া চলিবে তব পথে তুমি বাজাইয়া কিঙ্কিনী।
শুধু লীলাভরে তেমনি হয়ত ভাঙিয়া চলিবে কূল,
তুমি রবে, শুধু রবেনাক আর এ গানের বুল্‌বুল্‌!

তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো, বুঝিয়াছি আমি আজি—
দেওলিয়া হয়ে কেন তব তীরে কাঁদে "সাম্পান"-মাঝি!

শীতের সিন্ধু

ভুলি নাই পুনঃ তাই আসিয়াছি ফিরে
ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, তব সেই তীরে।
কূল-হারা কূলে তব নিমেষের লাগি'
খেলিতে আসিয়া হায় যে কবি বিবাগী
সকলি হারায়ে গেল তব বালুচরে,—
ঝিনুক কুড়াতে এসে—গেল আঁখি ভ'রে
তব লোনা জল ল'য়ে,—তব স্রোত-টানে
ভাসিয়া যে গেল দূর নিরুদ্দেশ পানে!
ফিরে সে এসেছে আজ বহুবর্ষ পরে,
চিনিতে পার কি বন্ধু, মনে তারে পড়ে?

বর্ষার জোয়ারে যারে তব হিন্দোলায়
দোলাইয়া ফেলে দিলে দুরাশা-সীমায়,
ফিরিয়া সে আসিয়াছে তব ভাটি-মুখে,
টানিয়া লবে কি আজ তারে তব বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার
দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার।

সেবার আসিয়াছিনু হ'য়ে কুতূহলী,
বলিতে আসিয়া—দিনু আপনারে বলি।
কৃপণের সম আজ আসিয়াছি ফিরে
হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
ফেরে না তা যা হারায়—মণি-হারা ফণী
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হয়ত এসেছি বৃথা চোরা বালুচরে!—
যে চিতা জ্বলিয়া,—যায় নিভে চিরতরে,
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘু'রে মরে কেন,—কেন যে কে জানে!
প্রভাতে ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে
তারি লাগি' আধ-রাতে অভিসারে চলে
অবুঝ মানুষ হায়!—ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে না তুমি কোনোদিন!

হয়ত হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায়
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে বন্ধু!—তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব, তোমার অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে ডোবে আঁখিজলে!
জানিলে সাঁতার, বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
করিতাম কবে তব বক্ষ হ'তে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, জিনে শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা!

বন্ধু, তব রত্নহার মোর তরে নয়—
মালার সহিত যদি না মেলে হৃদয়!

হে উদাসী বন্ধু মোর, চির-আত্মভোলা,
আজ নাই বুকে তব বর্ষার হিন্দোলা!
শীতের কুহেলি-ঢাকা বিষণ্ণ বয়ানে
কিসের করুণা মাখা! কূলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে,
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে!
তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনি উঠিয়া দূর গগন-সীমায়,
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে,
কায়াহীন মায়াবীর মায়া বুকে পূরে'
ফু'লে ফু'লে কূলে কূলে কাঁদ অভিমানে,
আছাড়ি' তরঙ্গ-বাহু ব্যর্থ শূন্য পানে!
যে কলঙ্কী নিশিদিন ধায় শূন্য পথে—
সে দেখে না, কোথা, কোন্ বায়াতন হ'তে,
কে তারে চাহিছে নিতি! সে খুঁজে বেড়ায়
বুকের প্রিয়ারে ত্যজি' পথের প্রিয়ায়।

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আসিনি জানিতে
অন্ত তব, পেতে ঠাঁই অন্তহীন চিতে!
চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে—
কি হবে জানিয়া মোর? কার চিত্তমূলে

কে কবে ডুবিয়া হায় পাইয়াছে তল ?
এক ভাগ থল সেথা, তিনভাগ জল !

এসেছি দেখিতে তারে সেদিন বর্ষায়
খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে ! সেদিন শ্রাবণে
ছলছল জল-চুড়ি-বলয়-কঙ্কনে
শুনিয়াছি যে-সঙ্গীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলী মেঘে, শিখী নীপ-ডালে।
যার লোভে অতি দূর অস্তদেশ হ'তে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে !—

ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত বর্ষার,
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার !
চ'লে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্বেগ,
গরজে না গুরু গুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহে নাক পূবালী বাতাস,
শ্বসে না ঝাউএর শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে-থাকা বাতায়ন খুলি'
সেই পথে—মেঘ যথা যায় পথ ভুলি'।
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা,—কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখি-জল মোছা সেই,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই !

থর থর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘ-শ্বাস—
আজ তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে হায়,—
"ওরে মূঢ়, যে চায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই, ওরে নাই,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস্ বৃথাই!
যে-ফুল ফোটেনি ওরে তোর উপবনে
পূবালী হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে,
সে ফুল ফুটিবেনা রে আজ শীত-রাতে
দু'ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল-পাতে!"

আমার সান্ত্বনা নাই জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে এসেছি তবু—যদি কানাকানি
হয় তব কূলে কূলে আমার সে ডাক!
এ কূলে বিরহরাতে কাঁদে চক্রবাক,
ওকূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ একি শুধু বিরহ একার?

কুহেলি-গুণ্ঠন টানি' শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিশব্দ সঙ্গীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি'
ব্যথিয়া উঠে না বুক কভু কারো লাগি?
গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই আধরাতে
ফিরিয়া চাহ না তব কূলে কল্পনাতে?

চাঁদ সে ত আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহ না কি ভুলে ?

তব তীরে অগস্ত্যের সম ল'য়ে তৃষা
বসে' আছি, চলে' যায় কত দিবা নিশা !
যাহারে করিতে পারি চুমুকেতে পান
তার পদতলে বসি' গাহি শুধু গান।
জানি বন্ধু, এ ধরার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা—তারে আমি আনি'
ধরিব না এ অধরে। এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা তাহে নহে ভরিবার !
আসিয়াছি কূলে আজ, কাল প্রাতে ঝু'রে
কূল ছাড়ি চ'লে যাব দূরে বহুদূরে।

বল বন্ধু, বল, জয় বেদনার জয়।
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয়,
কেবলি অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ ;
যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশিদিন
ঘু'রে মরে ; গৃহবাসী হ'য়ে উদাসীন—
উল্কাসম ছুটে যায় অসীমের পথে,
ছোটে নদী দিশাহারা গিরিচূড়া হ'তে ;
বারে বারে ফোটে ফুল কণ্টক-শাখায়,
বারে বারে ছিঁড়ে যায়, তবু না ফুরায়
মাল-গাঁথা যে-বিরহে, যে-বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে ;

তব বুকে লাগে নিতি জোয়ারের টান,
যে-বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান—
বন্ধু, তার জয় হোক! এই দুঃখ চাহি'
হয়ত আসিব পুনঃ তব কূল বাহি'।
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান। নব অশ্রুহার
গাঁথিব গোপনে বসি। নয়নের ঝারি
বোঝাই করিয়া দিব তব তীরে ডারি'।
হয়ত বসন্তে পুনঃ তব তীরে তীরে
ফুটিবে মঞ্জরী নব শুষ্ক তরুশিরে।
আসিবে নতুন পাখী শুনাইতে গীতি,
আসিবে না শুধু একা তব এ অতিথি!

যে-দিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে ধূধূ মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি, মরূদ্যান হ'য়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম ল'য়ে!
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো বিদায়!

পথচারী

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
ছ'ধারে ছ'কূল দুঃখ-সুখের—মাঝে আমি স্রোত-বারি !
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্ পথে।
নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্ব্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে !
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চ'লে।

জননীরে ভুলি' যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশী শুনি',
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি' ঝর্ণার ঝুন্‌ঝুনি,
পাখী উড়ে' যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,—
সেই পথ ধরি' পলাইনু আমি। সেই হ'তে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লীর বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন্ গ্রহ হ'তে ছিঁড়ি'।
উল্কার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি।

আমি ছুটে' যাই জানিনা কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!
উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই—জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!

হায় কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি'!

বাজিয়াছে মোর তটে-তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিণী,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকি ঝিনি।
বাজায়েছে বেণু রাখাল-বালক তীর-তরুতলে বসি',
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'তীরে বিছায়ে স্নেহ,
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা, 'থির হও বাঁধি' গেহ!'

আমি বয়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনিনা—কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে,—"ছল ছল" ব'লে আমি দূরে যাই সরি'।
আঁকড়িয়া ধরে' দু'তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যথা।

লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল্ ছল্ ছল্ ছল্ ওরে বধূ তোরে চিনি!

কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি।
মোর তীরে-তীরে আজো খুঁজে' ফিরে তোরে ঘর ছাড়া বাঁশী।
সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে।

জানিনাক হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল খণে খণে।
সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর।
ওরে চল্ চল্ ছল্ছল্ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী।

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে' যায় কূলের কুলায়-বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।
ওরা চ'লে যায়, আমি জাগি হায় লয়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা-আবর্ত্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব।

ওরে বেনোজল, ছল্ছল্ছল্ ছুটে' চল্ ছুটে' চল্।
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী!
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোণা সাত-সমুদ্র-বারি।

মিলন-মোহানায়

হায় হাবা মেয়ে, সব ভুলে গেলি দয়িতের কাছে এসে !
এত অভিমান এত ক্রন্দন সব গেল জলে ভেসে !
কূলে কূলে এত ফু'লে ফু'লে কাঁদা আছাড়ি' পিছাড়ি' তোর
সব ভুলে গেলি যেই বুকে তোরে টেনে নিল মনোচোর !
সিন্ধুর বুকে লুকাইলি মুখ এমনি নিবিড় ক'রে,
এমনি করিয়া হারাইলি তুই আপনারে চিরতরে—
যে দিকে তাকাই নাই তুই নাই। তোর বন্ধুর বাহু
গ্রাসিয়াছে তোরে বুকের পাঁজরে—ক্ষুধাতুর কাল রাহু !

বিরহের কূলে অভিমান যার এমন ফেনায়ে উঠে,
মিলনের মুখে সে ফিরে এমনি পদতলে পড়ে লু'টে ?
এমনি করিয়া ভাঙিয়া পড়ে কি বুক-ভাঙা কান্নায়,
বুকে বুক রেখে নিবিড় বাঁধনে পিশে গুঁড়ো হ'য়ে যায় ?
তোর বন্ধুর আঙুলের ছোঁওয়া এমনি কি যাদু জানে,
আবেশে গলিয়া অধর তুলিয়া ধরিলি অধর পানে।
একটি চুমায় মিটে গেল তোর সব সাধ সব তৃষা,
ছিন্ন লতার মতন মুরছি' পড়িলি হারায়ে দিশা।

—একটি চুমার লাগি' ।
এতদিন ধ'রে এত পথ বেয়ে এলি কিরে হতভাগী ?

গাঙ-চিল আর সাগর-কপোত মাছ ধরিবার ছলে,
নিলাজী লো, তোর রঙ্গ দেখিতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে জলে।
দু'ধারের চর অবাক হইয়া চেয়ে আছে তোর মুখে,
সবার সামনে লুকাইলি মুখ কেমনে বঁধুর বুকে ?
নীলিম আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘ-গুণ্ঠন ফেলে
বৌ-ঝির মত উঁকি দিয়ে দেখে কুতূহলি-আঁখি মেলে।
"সাম্পান" মাঝি খুঁজে ফেরে তোরে ভাটিয়ালি গানে কাঁদি,
খুঁজিয়া নাকাল দু'ধারের খাল—তোর হেরেমের বাঁদি !
হায় ভিখারিণী মেয়ে,
ভুলিলি সবারে, ভুলিলি আপনা দয়িতেরে বুকে পেয়ে !
তোরি মত নদী আমি নিরবধি কাঁদি রে প্রীতম্ লাগি',
জন্ম-শিখর বাহিয়া চলেছি তাহারি মিলন মাগি' !
যার তরে কাঁদি—ধার ক'রে তারি জোয়ারের লোনা জল
তোর মত মোর জাগেনা রে কভু সাধের কাঁদন-ছল।
আমার অশ্রু একাকী আমার, হয়ত গোপনে রাতে
কাঁদিয়া ভাসাই, ভেসে ভেসে যাই মিলনের মোহানাতে,
আসিয়া সেথায় পুনঃ ফিরে যাই।—তোর মত সব ভুলে'
লুটায়ে পড়িনা—চাহে না যে মোরে তারি রাঙা পদমূলে।
যারে চাই তারে কেবলি এড়াই কেবলি দি' তারে ফাঁকি ;
সে যদি ভুলিয়া আঁখি পানে চায় ফিরাইয়া লই আঁখি !
—তার তীরে যবে আসি
অশ্রু-উৎসে পাষাণ চাপিয়া অকারণে শুধু হাসি !

অভিমানে মোর আঁখিজল জমে করকা-বৃষ্টি সম
যারে চাই তারে আঘাত হানিয়া ফিরে যায় নির্ম্মম।

একা মোর প্রেম ছুটিবে কেবলি নীচু প্রান্তর বেয়ে,
সে কভু ঊর্দ্ধে আসিবে না উ'ঠে আমার পরশ চেয়ে—
চাহিনা তাহারে। বুকে চাপা থাক আমার বুকের ব্যথা,
যে বুক শূন্য নহে মোরে চাহি'—হবনা ক ভার সেথা।
সে যদি না ডাকে কি হবে ডুবিয়া ও গভীর কালো নীরে,
সে হউক সুখী, আমি রচে যাই স্মৃতি-তাজ তার তীরে!
মোর বেদনার মুখে চাপিয়াছি নিতি যে পাষাণ-ভার
তা' দিয়ে রচিব পাষাণ-দেউল সে পাষাণ-দেবতার।

কত স্রোতধারা হারাইছে কূল তার জলে নিরবধি,
আমি হারালাম বালুচরে তার, গোপন-ফল্গুনদী।

গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু র'বে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তর-তলে অন্তর-তর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?

হয় তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি',—
উপকূলে বসে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?

হায় ভেবে নাহি পাই—
যে চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে' ফুলে' কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্চ্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ্?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁলনা হৃদয়ে আসি'?
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে'—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে' !
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি'
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি' ।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'—
দেখ' নাই তারে !—মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুম্‌ঝুমি !

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয় !
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি !

ভীরু

(১)

আমি জানি তুমি কেন চাহনা ক ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে ল'য়ে শুধু হেলা-ফেলা,
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে॥

(২)

আমি জানি তুমি কেন চাহনা ক ফিরে।
জানিতে না, আঁখি আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে।
তুমি ছাড়া আর ছিলনাক কেহ,
ছিল না বাহির ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও উজল আঁখির তীরে।
সে দিনো চলিতে ছলনা বাজেনি ও-চরণ মঞ্জীরে!
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে॥

(৩)

আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা।
সে দিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা।
সেদিনো বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদও শুকায় জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিসঙ্গতা।
আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা॥

(৪)

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম দানার লালী।
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন,
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি।
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি!
আমি জানি তব কপটতা চতুরালি!

(৫)

আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময়!
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়।
পরুষ পুরুষ—শুনেছিলে নাম,
দেখেছ পাথর কর নি প্রণাম,
প্রণাম ক'রেছ লুব্ধ দু'কর চেয়েছে চরণ ছোঁয়,
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথরও হয়!
আমি জানি ভীরু, কিসের এ বিস্ময়॥

(৬)

কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু' তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ
পাপ্‌ড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি,
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি॥

(৭)

আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি'।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুল্‌বুলি।
যে কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ ?
সেই কথা বঁধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি !
কে জানিত এত যাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি কেন বলিতে পার না খুলি॥

(৮)

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ,
সোনার সোনায় কিবা প্রয়োজন ?
দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছ মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা॥

(৯)

আমি জানি, ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছে ভোরে!
ওরা সাঁতরিয়া ফিরিতেছে ফেনা,
শুক্তি যে ডোবে—বুঝিতে পারে না।
মুক্তা ফলেছে—আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হ'লে—হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনী-নারী, বুঝাবি কেমন ক'রে॥

—

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি কর্‌ব সৃজন—এ মোর অহঙ্কার!
এম্‌নি-চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখ্‌ল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল-রূপের রাণী—মানস-আসনে!—

সবাই যখন তোমায় ঘিরে কর্‌বে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচ্‌ব তোমার স্তব!
রচ্‌ব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্ব্বশীরে,
নিখিল-কণ্ঠে দুল্‌বে তুমি গানের কণ্ঠ-হার—
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার!

যেদিন আমি থাক্‌ব না ক থাক্‌বে আমার গান,
বল্‌বে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?"
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সখার সাথে জাগ্‌বে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়্‌বে মনে আমায় আভাসে!

বুকের তলা করবে ব্যথা, বল্‌বে কাঁদিয়া,
"বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?"
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,—
তুমি নয়ন-জলে তিতি'
নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়
গহীন নিরালাতে ব'সে খুঁজ্‌বে আপনায়!

রাখ্‌তে যেদিন নার্‌বে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুল্‌বে তোমায় দুদিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুল্‌বে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে না বীণা!

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি কর্‌ব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাক্‌ছ ইশারায়!..

চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধুলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!
উর্দ্ধে তোমার—তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে রূপ সেবি'?

চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল।

যেমন ক'রে খেল্‌তে তুমি কিশোর বয়সে—
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে।
বালু দিয়ে গড়্‌তে গেহ,
জাগ্‌ত বুকে মাটির স্নেহ,
ছিল না ত স্বর্গ তখন সূর্য্য তারা চাঁদ,
তেম্‌নি ক'রে খেল্‌বে আবার পাত্‌বে মায়া-ফাঁদ!

মাটির প্রদীপ জ্বাল্‌বে তুমি মাটির কুটীরে,
খুশীর রঙে কর্‌বে সোনা ধুলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠ্‌বে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকী-আধখানা চাঁদ হাস্‌বে ধরাতে,
তড়িৎ ছিড়ে পড়্‌বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

তুমি আমার বকুল যূঁথি—মাটীর তারা-ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি-দুল।
কুসুমী-রাঙা শাড়িখানি
চৈতী সাঁঝে পর্‌বে রাণী,
আকাশ গাঙে জাগ্‌বে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজ্‌বে করুণ বারোয়াঁ মূলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলা-শেষে
এম্‌নি সুরে চাইবে কেহ পর্‌দেশী এসে!

রঙীন সাঁজে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন !—এ মোর অভিমান
যাচ্‌বে যারা তোমায়—রচি তাদের তরে গান !

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায় !
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন !
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথ্‌ছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথ্‌ছি মালা এ মোর অহঙ্কার !

তুমি মোরে ভুলিয়াছ

তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক!—
সেদিন যে জ্বলেছিল দীপালি-আলোক
তোমার দেউল জুড়ি'—ভুল তাহা ভুল!
সেদিন ফুটিয়াছিল ভুল ক'রে ফুল
তোমার অঙ্গনে, প্রিয়! সেদিন সন্ধ্যায়
ভু'লে পরেছিলে ফুল নোটন-খোঁপায়!

ভুল ক'রে তুলি' ফুল গাঁথি' বর-মালা
বেলাশেষে বারে বারে হয়েছ উতালা
হয়ত বা আর কারো লাগি! ..আমি ভু'লে
নিরুদ্দেশ তরী মোর তব উপকূলে
না চাহিতে বেঁধেছিনু, গেয়েছিনু গান,
নীলাভ তোমার আঁখি হয়েছিল ম্লান
হয়ত বা অকারণে! গোধূলি-বেলায়
হয়ত বা অকারণে ম্লানিমা ঘনায়
তোমার ও-আঁখিতলে! হয়ত তোমার
পড়ে মনে, কবে যেন কোন্ লোকে কার
বধূ ছিলে; তারি কথা শুধু মনে পড়ে!
—ফিরে যাও অতীতের লোকলোকান্তরে

এমনি সন্ধ্যায় বসি' একাকিনী গেহে!
দু'খানি আঁখির দীপ সুগভীর স্নেহে
জ্বালাইয়া থাক জাগি' তারি পথ চাহি!
সে যেন আসিছে দূর তারা-লোক বাহি'
পারাইয়া অসীমের অনন্ত জিজ্ঞাসা,
সে দেখেছে তব দীপ, ধরণীর বাসা!

তারি লাগি' থাক বসি নব বেশ পরি'
শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত সুন্দরী!
হায়, সেথা আমি কেন বাঁধিলাম তরী,
কেন গাহিলাম গান আপনা পাসরি?
হয়ত সে গান মম তোমার ব্যথায়
বেজেছিল। হয়ত বা লেগেছিল পায়
আমার তরীর ঢেউ। দিয়াছিল ধু'য়ে
চরণ-অলক্ত তব। হয়ত বা ছুঁয়ে
গিয়েছিল কপোলের আকুল কুন্তল
আমার বুকের শ্বাস। ও-মুখ-কমল
উঠেছিল রাঙা হয়ে'। পদ্মের কেশর
ছুঁইলে দখিনা-বায়, কাঁপে থরথর
যেমন কমল-দল ভঙ্গুর মৃণালে
সলাজ সঙ্কোচে সুখে পল্লব-আড়ালে,
তেমনি ছোঁওয়ায় মোর শিহরি' শিহরি'
উঠেছিলে বারেবারে সারা দেহ ভরি'!

চেয়েছিলে আঁখি তুলি', ডেকেছিলে যেন
প্রিয় নাম ধ'রে মোর—তুমি জান, কেন!

তরী মম ভেসেছিল যে নয়ন-জলে;
কূল ছাড়ি' নেমে এলে সেই সে অতলে।
বলিলে,—"অজানা বন্ধু, তুমি কি গো সেই,
জ্বালি দীপ গাঁথি মালা যার আশাতেই
কূলে বসে একাকিনী যুগ যুগ ধরি' ?
নেমে এস বন্ধু মোর ঘাটে বাঁধ তরী !"

বিস্ময়ে রহিনু চাহি ও-মুখের পানে
কী যেন রহস্য তুমি—কী যেন কে জানে—
কিছুই বুঝিতে নারি ! আহ্বানে তোমার
কেন জাগে অভিমান, জোয়ার দুর্ব্বার
আমার আঁখির এই গঙ্গা যমুনায় !—
নিরুদ্দেশ যাত্রী, হায় আসিলি কোথায় ?
একি তোর ধেয়ানের সেই যাদুলোক,
কল্পনার ইন্দ্রপুরী ? একি সেই চোখ
ধ্রুবতারা সম যাহা জ্বলে নিরন্তর
ঊর্দ্ধে তোর ? সপ্তর্ষির অনন্ত বাসর ?
কাব্যের অমরাবতী ? একি সে ইন্দিরা,
তোরি সে কবিতা-লক্ষ্মী ?—বিরহ-অধীরা
একি সেই মহাশ্বেতা, চন্দ্রাপীড়-প্রিয়া ?
উন্মাদ ফর্হাদ যারে পাহাড় কাটিয়া
সৃজিতে চাহিয়াছিল—একি সেই শিঁরী !
লায়লি এই কি সেই, আসিয়াছে ফিরি'
কায়েসের খোঁজে পুনঃ ?, কিছু নাহি জানি !
অসীম জিজ্ঞাসা শুধু করে কানাকানি

এপারে ওপারে হায়! ‥তুমি তুলি' আঁখি
কেবলি চাহিতেছিলে! দিনান্তের পাখী
বনান্তে কাঁদিতেছিল—"কথা কও বউ!"
ফাগুন ঝুরিতেছিল ফেলি' ফুল-মউ!

কাহারে খুঁজিতেছিলে আমার এ চোখে
অবসান-গোধূলির মলিন আলোকে?
জিজ্ঞাসার, সন্দেহের শত আলো ছায়া
ও-মুখে সৃজিতেছিল কী যেন কি মায়া!
কেবলি রহস্য হায় রহস্য কেবল,
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল!
এ যেন স্বপনে-দেখা কবেকার মুখ,
এ যেন কেবলি সুখ কেবলি এ দুখ!
ইহারে দেখিতে হয়—ছোঁওয়া নাহি যায়,
এ যেন মন্দার-পুষ্প দেব-অলকায়!
ইহারি স্ফুলিঙ্গ যেন হেরি রূপে রূপে,
নিশীথে এ দেখা দেয় যেন চুপে চুপে
যখন সবারে ভুলি। ধরার বন্ধন
যখন ছিঁড়িতে চাহি, স্বর্গের স্বপন
কেবলি ভুলাতে চায়, এই সে আসিয়া
রূপে রসে গন্ধে গানে কাঁদিয়া হাসিয়া
আঁকড়ি ধরিতে চাহে,—মাটির মমতা!
পরাণ-পোড়ানী শুধু, জানেনাক কথা!
বুকে এর ভাষা নাই, চোখে নাই জল,
নির্ব্বাক ইঙ্গিত শুধু শান্ত অচপল।

এ বুঝি গো ভাস্করের পাষাণ-মানসী
সুন্দর, কঠিন, শুভ্র ! ভোরের উষসী,
দিনের আলোর তাপ সহিতে না জানে।
মাঠের উদাসী সুর বাঁশরীর তানে,
বাণী নাই শুধু সুর শুধু আকুলতা।
ভাষাহীন আবেদন দেহ-ভরা কথা !
এ যেন চেনার সাথে অচেনার মিশা,—
যত দেখি তত হায় বাড়ে শুধু তৃষা !

আসিয়া বসিলে কাছে দৃপ্ত মুক্তানন,
মনে হ'ল—আমি দীঘি, তুমি পদ্মবন !
পূর্ণ হইলাম আজি, হয় হোক ভুল,
যত কাঁটা তত ফুল, কোথা এর তুল ?
তোমারে ঘিরিয়া রব আমি কালো জল,
তরঙ্গের ঊর্দ্ধে র'বে তুমি শতদল,
পূজারীর পুষ্পাঞ্জলি সম। নিশিদিন
কাঁদিব ললাট হানি' তীরে তৃপ্তিহীন।
তোমার মৃণাল-কাঁটা আমার পরাণে
লুকায়ে রাখিব, যেন কেহ নাহি জানে
...কত কি যে কহিলাম অর্থহীন কথা,
শত যুগ যুগান্তের অন্তহীন ব্যথা।

শুনিলে সে সব জাগি বসিয়া শিয়রে,
বলিলে, 'বন্ধু গো, হের দীপ পু'ড়ে মরে

তিলে তিলে আমাদের সাথে! আর নিশি
নাই বুঝি, দিবা এলে দূরে যাব মিশি।
আমি শুধু নিশীথের। যখন ধরণী
নীলিমা-মঞ্জুষা খুলি' হেরে মুক্তামণি
বিচিত্র নক্ষত্রমালা—চন্দ্র-দীপ জ্বালি,
একাকী পাপিয়া কাঁদে "চোখ গেল" খালি,
আমি সেই নিশীথের।—আমি কই কথা,
যবে শুধু ফোটে ফুল, বিশ্ব তন্দ্রাহতা।
হয় ত দিবসে এলে নারিব চিনিতে,
তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথা-গীতে
কেবলি পাইবে হাসি সবার সুমুখে,
কাঁদিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে,
মুছাবনা আঁখি-জল। বলিব সবায়,
"তুমি শাঙনের মেঘ—যথায় তথায়
কেবলি কাঁদিয়া ফের, কাঁদাই স্বভাব!
আমি ত কেতকী নহি, আমার কি লাভ
ওই শাঙনের জলে? কদম্ব যূঁথীর
সখারে চাহি না আমি। শ্বেত-করবীর
সখি আমি। হেমন্তের সান্ধ্য-কুহেলিতে
দাঁড়াই দিগন্তে আসি, নিরশ্রু-সঙ্গীতে
ভ'রে ওঠে দশ দিক। আমি উদাসিনী।
মুসাফির! তোমারে ত আমি নাহি চিনি।'

ডাকিয়া উঠিল পিক দূরে আম্রবনে
মুহুমুহু কুহুকুহু আকুল নিঃস্বনে।

কাঁদিয়া কহিনু আমি, "শুন, সখি শুন,
কাতরে ডাকিছে পাখী কেন পুনঃ পুনঃ !
চ'লে যাব কোন্ দূরে, স্বরগের পাখী
তাই বুঝি কেঁদে ওঠে হেন থাকি' থাকি'।
তোমারই কাজল আঁখি বেড়ায় উড়িয়া,
পাখী নয়—তব আঁখি ওই কোয়েলিয়া !"

হাসিয়া আমার বুকে পড়িলে লুটায়ে,
বলিলে,—"পোড়ারমুখী আম্রবনচ্ছায়ে
দিবা নিশি ডাকে, শু'নে কান ঝালাপালা !
জানিনা ত কুহু-স্বরে বুকে ধরে জ্বালা !
উহার স্বভাব এই, তোমারি মতন
অকারণে গাহে গান, করে জ্বালাতন !
নিশি না পোহাতে বসি' বাতায়ন-পাশে
হলুদ-চাঁপার ডালে, কেবলি বাতাসে
উহু উহু উহু করি' বেদনা জানায় !
বুঝিতে নারিনু আমি পাখী ও তোমায় !"

নয়নের জল মোর গেল তলাইয়া
বুকের পাষাণ-তলে। উৎসারিত হিয়া
সহসা হারাল ধারা তপ্ত মরু-মাঝে।
আপনারে অভিশাপি ক্ষমাহীন লাজে !
কহিনু, "কে তুমি নারী, এ কী তব খেলা ?
অকারণে কেন মোর ডুবাইলে ভেলা,

এ অশ্রু-পাথারে একা দিলে ভাসাইয়া ?
দু হাতে আন্দোলি' জল কূলে দাঁড়াইয়া,
অকরুণা, হাস আর দাও করতালি !
অদূরে নৌবতে বাজে ইমন-ভূপালি
তোমার তোরণ-দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
—তোমার বিবাহ বুঝি ? ওই বাঁশুরিয়া
ডাকিছে বন্ধুরে তব ?" যুঝি' ঢেউ সনে
শুধানু পরাণ-পণে ।...তুমি আনমনে
বারেক পশ্চাতে চাহি' পড়িলে লুটায়ে
স্রোতজলে, সাঁতরিয়া আসি মম পাশে
"আমিও ডুবিব সাথে" বলিয়া তরাসে
জড়ায়ে ধরিলে মোরে বাহুর বন্ধনে !...
হইলাম অচেতন !...কিছু নাই মনে
কেমনে উঠিনু কূলে !...কবে সে কখন্
জড়াইয়া ধরেছিলে মালার মতন
নিশীথে পাথার-জলে,—শুধু এইটুক্
সুখ-স্মৃতি ব্যথা সম চির-জাগরুক
রহিল বুকের তলে !...আর কিছু নাই ।...
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি এ-কূলে বৃথাই,
হে চির-রহস্যময়ী ! ও-কূলে দাঁড়ায়ে
তেমনি হাসিছ তুমি সান্ধ্য-বনচ্ছায়ে
চাহিয়া আমার মুখে ! তোমার নয়ন
বলিছে সদাই যেন, 'ডুবিয়া মরণ
এবার হ'লনা সখা ! আজো যায় সাধ
বাঁচিতে ধরার পরে। স্বপনের চাঁদ

* * *

হয়ত বা দিবে ধরা জাগ্রত এ-লোকে,
হয়ত নামিবে তুমি অশ্রু হয়ে চোখে,
আসিবে পথিক-বন্ধু হয়ে প্রিয়তম
বুকের ব্যথায় মোর—পুষ্পে গন্ধ সম!
অঞ্জলি হইতে নামি তোমার পূজার
জড়াইয়া রব বক্ষে হয়ে কণ্ঠহার!

নিশীথের বুক-চেরা তব সেই স্বর,
সেই মুখ সেই চোখ করুণা-কাতর
পদ্মা-তীরে-তীরে রাতে আজো খুঁজে ফিরি!
কত নামে ডাকি তোমা,—"মহাশ্বেতা, শিঁরী,
লায়লি, বকৌলি, তাজ, দেবী, নারী, প্রিয়া!"
—সাড়া নাহি মিলে কারো। ফুলিয়া ফুলিয়া
বয়ে যায় মেঘনার তরঙ্গ বিপুল,
কখনো এ-কূল ভাঙে কখনো ও-কূল!

পার হতে নারি এই তরঙ্গের বাধা,
ও যেন "এসোনা" ব'লে পায়ে-ধ'রে-কাঁদা
তোমার নয়ন-স্রোত। ও যেন নিষেধ,
বিধাতার অভিশাপ, অনন্ত বিচ্ছেদ,
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে যেন যবনিকা।..
আমাদের ভাগ্যে বুঝি চিররাত্রি লিখা!
নিশীথের চখা-চখী, দুইপারে থাকি'
দুইজনে দুইজন ফিরি সদা ডাকি!
কোথা তুমি? তুমি? কোথা? যেন মনে লাগে,
কত যুগ দেখি নাই। কত জন্ম আগে

তোমারে দেখেছি কোন্ নদীকূলে গেহে,
জ্বাল দীপ বিষাদিনী ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে।
বারেবারে কাঁপে কর, কাঁপে দীপশিখা,
আঁখির নিমিখ কাঁপে, আকাশ-দীপিকা
কাঁপে তারারাজি—যেন আঁখি-পাতা তব,—
এইটুকু পড়ে মনে। কবে অভিনব
উঠিলে বিকশি' তুমি আপনার মাঝে,
দেখি নাই! দেখিব না—কত বিনা কাজে
নিজেরে আড়াল করি' রাখিছ সতত
অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মত।

আমি হেথা কূলে কূলে ফিরি আর কাঁদি,
কুড়ায়ে পাব না কিছু? বুকে যাহা বাঁধি'
তোমার পরশ পাব—একটু সান্ত্বনা!
চরণ-অলক্ত-রাঙা দু'টী বালুকণা,
একটী নূপুর, ম্লান বেণী-খসা ফুল,
কবরীর সোঁদা-ঘসা পরিমল-ধূল,
আধখানি ভাঙা চুড়ি রেশ্মী কাচের,
দলিত বিশুষ্ক মালা নিশি-প্রভাতের,
তব হাতে লেখা মম প্রিয় ডাক-নাম
লিখিয়া ছিঁড়িয়া-ফেলা আধখানি খাম,
অঙ্গের সুরভি-মাখা ত্যক্ত তপ্ত বাস,
মহুয়ার মদ সম মদির নিঃশ্বাস
পুরবের পল্লীস্থান হ'তে ভেসে-আসা,—
কিছুই পাবনা খুঁজি? কেবলি দুরাশা।

কাঁদিবে পরাণ ঘিরি ? নিরুদ্দেশ পানে
কেবলি ভাসিয়া যাব শ্রান্ত ভাটী-টানে ?
তুমি বসি রবে ঊর্দ্ধে মহিমা-শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী ? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায় ?
লো কৌতুকময়ী ! শুধু কৌতুক-লীলায়
খেলিবে আমারে লয়ে ?—আর সবি ভুল ?
ভুল ক'রে ফুটেছিল আঙিনায় ফুল ?
ভুল ক'রে ব'লেছিলে "সুন্দর" ?—অমনি
ঢেকেছ দু' হাতে মুখ ত্বরিতে তখনি।
বুঝি কেহ শুনিয়াছে, দেখিয়াছে কেহ
ভাবিয়া আঁধার কোণে লীলায়িত দেহ
লুকাওনি সুখে লাজে ? কোন্ সাড়িখানি
পরেছিলে বাছি' বাছি' সে সন্ধ্যায় রাণী ?

হয়ত ভুলেছ তুমি, আমি ভুলি নাই।
যত ভাবি ভুল তাহা—তত সে জড়াই
সে ভুলে সাপিনী সম বুকে ও গলায়।
বাসি লাগে ফুলমেলা।—ভুলের খেলায়
এবার খোয়াব সব, করিয়াছি পণ।
হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
—এইবার আপনারে শূন্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরণের আগে ! পাত্র ভরি'
ক'রে যাব সুন্দরের করে বিষপান !
তোমারে অমর করি করিব প্রয়াণ

মরণের তীর্থ-যাত্রী!

ওগো বন্ধু, প্রিয়,

এমনি করিয়া ভুল দিয়া ভুলাইও,
বারেবারে জন্মে জন্মে গ্রহে গ্রহান্তরে!
ও-আঁখি আলোক যেন ভুল ক'রে পড়ে
আমার আঁখির পরে। গোধূলি-লগনে
ভুল ক'রে হই বর তুমি হও ক'নে
ক্ষণিকের লীলা লাগি'! ক্ষণিক চমকি'
অশ্রুর শ্রাবন-মেঘে হারাইও সখি!...

তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক!
নিশি-শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!

সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি' হইনু সুন্দর—
—তুমি তাহা জনিলেনা!

...সত্য হোক প্রিয়া

দীপালি জ্বলিয়াছিল—গিয়াছে নিভিয়া!

হিংসাতুর

হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে ? দেখ নাই আর কিছু ?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, চেয়ে দেখিলেনা পিছু !
সম্মুখ হতে আঘাত হানিয়া চ'লে গেল যে-পথিক
তার আঘাতেরি ব্যথা বুকে ধ'রে জাগো আজো অনিমিখ্ ?
তুমি বুঝিলেনা, হায়,
কত অভিমানে বুকের বন্ধু ব্যথা হে'নে চ'লে যায় !

আঘাত তাহার মনে আছে শুধু, মনে নাই অভিমান ?
তোমারে চাহিয়া কত নিশি জাগি গাহিয়াছে কত গান,
সে জেগেছে একা—তুমি ঘুমায়েছ বেভুল আপন সুখে,
কাঁটার কুঞ্জে কাঁদিয়াছে বসি' সে আপন মনোদুখে,
কুসুম-শয়নে শুইয়া আজিকে পড়েনা সে-সব মনে,
তুমি ত জাননা, কত বিষজ্বালা কণ্টক-দংশনে !
তুমি কি বুঝিবে বালা,
যে আঘাত করে বুকের প্রিয়ারে, তার বুকে কত জ্বালা !

ব্যথা যে দিয়াছে—সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলেনা তব পশ্চাতে তারি অশ্রু-কাতর ছায়া !...
অপরাধ শুধু মনে আছে তার, মনে নাই কিছু আর ?
মনে নাই, তুমি দলেছ দু'পায়ে কবে কার ফুলহার ?

কাঁদায়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তার অশ্রুর গড়্‌খাই,
পার হ'তে তুমি পারিলেনা তাহা, সে-ই অপরাধী তাই ?
সে-ই ভালো, তুমি চিরসুখী হও, একা সে-ই অপরাধী।
কি হবে জানিয়া, কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি'!

হয়ত তোমারে করেছে আঘাত, তবুও শুধাই আজি,
আঘাতের পিছে আরো-কিছু কি গো ও-বুকে ওঠেনি বাজি'?
মনে তুমি আজ করিতে পার কি—তব অবহেলা দিয়া
কত সে কঠিন করিয়া তুলেছ তাহার কুসুম-হিয়া?
মানুষ তাহারে করেছ পাষাণ—সেই পাষাণের ঘায়
মুরঝায়ে তুমি পড়িতেছ ব'লে সেই অপরাধী হায়?
তাহারি সে অপরাধ—
যাহার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে তোমার মনের বাঁধ।

কিন্তু কেন এ অভিযোগ আজি? সে ত গেছে সব ভু'লে!
কেন তবে আর রুদ্ধ দুয়ার ঘা দিয়া দিতেছ খু'লে?
শুষ্ক যে-মালা আজিও নিরালা যত্নে রেখেছে তুলি'
ঝরায়োনা আর নাড়া দিয়ে তার পবিত্র ফুলগুলি।
সেই অপরাধী, সেই অমানুষ, যত পার দাও গালি।
নিভেছে যে-ব্যথা দয়া ক'রে সেথা আগুন দিওনা জ্বালি'!

"মানুষ" "মানুষ" শু'নে শু'নে নিতি কান হ'ল ঝালাপালা।
তোমরা তারেই অমানুষ বল—পায়ে দল যার মালা!
তারি অপরাধ—যে তার প্রেম ও অশ্রুর অপমানে
আঘাত করিয়া টটায়ে পাষাণ অশ্রু-নিঝর আনে।

কবি অমানুষ—মানিলাম সব! তোমার দুয়ার ধরি'
কবি না মানুষ কেঁদেছিল প্রিয় সেদিন নিশীথ ভরি'?
দেখেছ ঈর্ষ্যা—পড়ে নাই চোখে সাগরের এত জল?
শুকালে সাগর—দেখিতেছ তার সাহারার মরুতল!
হয়ত কবিই গেয়েছিল গান, সে কি শুধু কথা—সুর?
কাঁদিয়াছিল যে—তোমারি মত সে মানুষ বেদনাতুর!
কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবেনা, রাণী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্বুদ-বাণী!
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হ'য়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!

সেদিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ, দেখনি অশ্রু নয়ন-পাতে?
আজো সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া?—হায়, তুমি বুঝিবেনা,
হাসির ফুর্ত্তি উড়ায় যে—তার অশ্রুর কত দেনা!

বর্ষা-বিদায়

ওগো বাদলের পরী!
যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী!
ওগো ও ক্ষণিকা, পূব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব?
পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।
কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।
ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে!
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায়-পথে
কাননে কাননে কদম-কেশর ঝরিছে প্রভাত হ'তে।
তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে বল্লরী
তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি।
'বৌ-কথা-কও' পাখী
উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নের বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।

চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসী মধুপ এসে
কাঁদিয়া কখন্ গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমুদী-দেশে।
তুমি চ'লে যাবে দূরে,
ভাদরের নদী দুকূল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে!

যাবে যবে দূর হিম-গিরি-শিরে ওগো বাদলের পরী,
ব্যথা ক'রে বুক উঠিবেনা কভু সেথা কাহারেও স্মরি'?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্ম্মম শুভ্রতা,—
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা—না মধুর পবিত্রতা!
সেথা মহিমার ঊর্দ্ধ শিখরে নাই তরলতা হাসি,
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয়না বাসি।
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি,
চলিতে চকিতে চমকি' উঠনা, কবরী উঠেনা দুলি'।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি "ফটিক-জল"।

সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে

দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এতদিনে কি গো রাণী ?
মিলন-গোধূলি-লগনে শুনালে চির-বিদায়ের বাণী।
যে ধূলিতে ফুল ঝরায় পবন
রচিলে সেথায় বাসর-শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকণ হানি'
দিলে মোর পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি'।

নিশি না পোহাতে জাগায়ে বলিলে, 'হ'ল যে বিদায় বেলা!'
তব ইঙ্গিতে ও-পার হইতে এপারে আসিল ভেলা।
আপনি সাজালে বিদায়ের বেশে
আঁখি-জল মম মুছাইলে হেসে,
বলিলে, 'অনেক হইয়াছে দেরী, আর জমিবে না খেলা!
সকলের বুকে পেয়েছ আদর, আমি দিনু অবহেলা।'

'চোখ গেল উহু চোখ গেল' ব'লে কাঁদিয়া উঠিল পাখী,
হাসিয়া বলিলে, 'বন্ধু, সত্যি চোখ গেল ওর নাকি ?'
অকূল অশ্রু-সাগর-বেলায়
শুধু বালু নিয়ে যে-জন খেলায়
কি বলিব তারে, বিদায়-খনেও ভিজিল না যার আঁখি!
শ্বসিয়া উঠিল নিশীথ-সমীর, 'চোখ গেল' কাঁদে পাখী!

দেখিনু চাহিয়া ও-মুখের পানে—নিরশ্রু নিঠুর।
বুকে চেপে কাঁদি, প্রিয় ওগো প্রিয়, কোথা তুমি কতদূর?
এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
কেন হুহু ক'রে ওঠে তবু হিয়া,
কী যেন কী নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা-বিধুর!
চোখ-ভরা জল, বুক-ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।

হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু-মৃণাল!
কেঁদে বলি, 'প্রিয়া, চোখে কই জল?
হ'ল না ত ম্লান চোখের কাজল!'
চোখে জল নাই—উঠিল রক্ত—সুন্দর কঙ্কাল!
বলিলে, 'বন্ধু, চোখেরই ত জল, সে কি রহে চিরকাল?'

ছল ছল ছল কেঁদে চলে জল, ভাঁটি-টানে ছুটে তরী,
সাপিনীর মত জড়াইয়া ধরে শশিহীন শর্ব্বরী।
কূলে কূলে ডাকে কে যেন, 'পথিক,
আজও রাঙা হয়ে ওঠে নি ত দিক্!
অভিমানী মোর! এখনি ছিঁড়িবে বাঁধন কেমন করি?
চোখে নাই জল—বক্ষের মোর ব্যথা ত যায় নি মরি'!'

কেমনে বুঝাই কী যে আমি চাই, চির-জনমের প্রিয়া!
কেমনে বুঝাই—এত হাসি গাই তবু কাঁদে কেন হিয়া।
আছে তব বুকে করুণার ঠাঁই,
স্বর্গের দেবী—চোখে জল নাই।

কত জীবনের অভিশাপ এ যে, কতবার জনমিয়া—
পারিজাত-মালা ছুঁইতে শুকালে—হারাইলে দেখা দিয়া।

ব্যর্থ মোদের গোধূলি-লগন এই সে জনমে নহে,
বাসর-শয়নে হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির-বিরহে!
কত সে লোকের কত নদনদী
পারায়ে চলেছি মোরা নিরবধি,
মোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে।
বারে-বারে ডুবি বারেবারে উঠি জন্ম-মৃত্যু-দহে!

বারে বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি'
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড়, বন্ধন যায় খুলি'।
সহসা সে কোন্ সন্ধ্যায়, রাণী,
চকিতে হয় গো চির-জানাজানি!
মনে প'ড়ে যায় অভিশাপ-বাণী, উ'ড়ে যায় বুল্‌বুলি।
কেঁদে কও, 'প্রিয়, হেথা নয়, হেথা লাগিয়াছে বহু ধূলি

মুছি' পথধূলি বুকে ল'বে তুলি' মরণের পারে কবে,
সেই আশে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!
কে জানিত হায় মরণের মাঝে
এমন বিয়ের নহবত্ বাজে!
নব-জীবনের বাসর-দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে-
সেই সুখে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!

অপরাধ শুধু মনে থাক

মোর অপরাধ শুধু মনে থাক।
আমি হাসি, তার আগুনে আমারি
অন্তর হোক্ পুড়ে' খাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

নিশীথের মোর অশ্রুর রেখা
প্রভাতে কপোলে যদি যায় দেখা,
তুমি পড়িও না সে গোপন লেখা,
গোপনে সে লেখা মু'ছে যাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

এ উপগ্রহ কলঙ্ক-ভরা
তবু ঘুরে ঘিরি' তোমারি এ ধরা,
লইয়া আপন দুখের পসরা
আপনি সে থাক ঘুরপাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

জ্যোৎস্না তাহার তোমার ধরায়
যদি গো এতই বেদনা জাগায়,
তোমার বনের লতায় পাতায়

কালো মেঘে তার আলো ছা'ক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

তোমার পাখীর ভুলাইতে গান
আমি ত আসি নি, হানি নি ত বান,
আমি ত চাহি নি কোন প্রতিদান,
এসে চলে গেছি নির্বাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

কত তারা কাঁদে কত গ্রহে চেয়ে
ছুটে দিশাহারা ব্যোমপথ বেয়ে,
তেমনি একাকী চলি গান গেয়ে
তোমারে দিই নি পিছু-ডাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

কত ঝরে ফুল, কত খসে তারা,
কত সে পাষাণে শুকায় ফোয়ারা,
কত নদী হয় আধ-পথে হারা,
তেমনি এ স্মৃতি লোপ পাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

আঙিনায় তুমি ফুটেছিলে ফুল
এ দূর পবন করেছিল ভুল,
শ্বাস ফেলে চ'লে যাবে সে আকুল—
তব শাখে পাখী গান গা'ক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

প্রিয় মোর প্রিয়, মোরই অপরাধ,
কেন জেগেছিল এত আশা সাধ।
যত ভালোবাসা, তত পরমাদ,
কেন ছুঁইলাম ফুল-শাখ।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

আলেয়ার মত নিভি, পুনঃ জ্বলি,
তুমি এসেছিলে শুধু কতূহলী,
আলেয়াও কাঁদে কারো পিছে চলি'
এ কাহিনী নব মুছে যাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।

আড়াল

আমি কি আড়াল করিয়া রেখেছি তব বন্ধুর মুখ ?
না জানিয়া আমি না জানি কতই দিয়াছি তোমায় দুখ।
তোমার কাননে দখিনা পবন
এনেছিল ফুল পূজা-আয়োজন,
আমি এনু ঝড় বিধাতার ভুল—ভণ্ডুল করি' সব,
আমার অশ্রু-মেঘে ভেসে গেল তব ফুল-উৎসব।

মম উৎপাতে ছিঁড়েছে কি প্রিয়, বক্ষের মণিহার ?
আমি কি এসেছি তব মন্দিরে দস্যু ভাঙিয়া দ্বার ?
আমি কি তোমার দেবতা-পূজার
ছড়ায়ে ফেলেছি ফুল-সম্ভার ?
আমি কি তোমার স্বর্গে এসেছি মর্ত্ত্যের অভিশাপ ?
আমি কি তোমার চন্দ্রের বুকে কালো কলঙ্ক-ছাপ ?

ভুল ক'রে যদি এসে থাকি ঝড়, ছিঁড়িয়া থাকি মুকুল,
আমার বরষা ফুটায়েছে তার অনেক অধিক ফুল !
পরায়ে কাজল ঘন বেদনার
ডাগর করেছি নয়ন তোমার,
কূলের আশয় ভাঙিয়া করেছি সাত সাগরের রাণী,
সে দিয়াছে মালা, আমি সাজায়েছি নিখিল সুষমা ছানি'।

দস্যুর মত হয়ত খুলেছি লাজ-অবগুণ্ঠন,
তব তরে আমি দস্যু, করেছি ত্রিভুবন লুণ্ঠন।
তুমি ত জাননা, নিখিল বিশ্ব
কার প্রিয়া লাগি আজিকে নিঃস্ব ?
কার বনে ফুল ফোটাবার লাগি ঢালিয়াছি এত নীর,
কার রাঙা পায়ে সাগর বাঁধিয়া করিয়াছি মঞ্জীর।

তুমি না চাহিতে আসিয়াছি আমি—সত্য কি এইটুক্ ?
ফুল ফোটা-শেষে ঝরিবার লাগি' ছিলে না কি উৎসুক ?
নির্ম্মম-প্রিয়-নিষ্ঠুর হাতে
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে ?
তুমি কি চাহনি মিলনের মাঝে নিবিড় পীড়ন-জ্বালা ?
তুমি কি চাহনি কেহ এসে তব ছিঁড়ে দেয় গাঁথা-মালা ?

পাষাণের মত চাপিয়া থাকিনি তোমার উৎস-মুখে,
আমি শুধু এসে মুক্তি দিয়াছি আঘাত হানিয়া বুকে।
তোমার স্রোতেরে মুক্তি দানিয়া
স্রোতমুখে আমি গেলাম ভাসিয়া।
রহিবার যে—সে রয়ে গেল কূলে, সে রচুক সেথা নাড় !
মম অপরাধে তব স্রোত হ'ল পুণ্য তীর্থ-নীর !

রূপের দেশের স্বপন-কুমার স্বপনে আসিয়াছিনু,
বন্দিনী ! মম সোনার ছোঁয়ায় তব ঘুম ভাঙাইনু।
দেখ মোরে পাছে ঘুম ভাঙিয়াই
ঘুম না টুটিতে তাই চ'লে যাই,
যে আসিল তব জাগরণ-শেষে মালা দাও তারি গলে,
সে থাকুক তব বক্ষে—রহিব আমি অন্তর-তলে।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়ে যখন দাঁড়াবে আঙিনা-মাঝে,
শুনিও কোথায় কোন্ তারা-লোকে কার ক্রন্দন বাজে!
আমার তারার মলিন আলোকে
ম্লান হয়ে যাবে দীপশিখা চোখে,
হয়ত অদূরে গাহিবে পথিক আমারি রচিত গীতি—
যে গান গাহিয়া অভিমান তব ভাঙাতাম সাঁঝে নিতি।

গোধূলি-বেলায় ফুটিবে উঠানে সন্ধ্যা-মণির ফুল,
তুলসী তলায় করিতে প্রণাম খু'লে যাবে বাঁধা চুল।
কুন্তল-মেঘ-ফাঁকে অবিরল
অকারণে চোখে ঝরিবে গো জল,
সারা শর্ব্বরী বাতায়নে বসি নয়ন-প্রদীপ জ্বালি'
খুঁজিবে আকাশে কোন্ তারা কাঁপে তোমারে চাহিয়া খালি।

নিষ্ঠুর আমি—আমি অভিশাপ, ভুলিতে দিবনা, তাই
নিশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া শ্বসিবে সর্ব্বদাই।
তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ,
আমার কণ্ঠ হইবে নীরব, নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে
শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন সে গান প্রভাতে সাঁঝে!

নদীপারের মেয়ে

নদীপারের মেয়ে!
ভাসাই আমার গানের কমল তোমার পানে চেয়ে।
আল্‌তা-রাঙা পা দু'খানি ডুবিয়ে নদী-জলে
ঘাটে বসে চেয়ে আছ আঁধার অস্তাচলে।
নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে-দেওয়া আমার কমলখানি
ছোঁয় কি গিয়ে নিত্য সাঁঝে তোমার চরণ, রাণী?

নদীপারের মেয়ে!
গানের গাঙে খুঁজি তোমায় সুরের তরী বেয়ে।
খোঁপায় গুঁজে কনক-চাঁপা, গলায় টগর-মালা,
হেনার গুছি-হাতে বেড়াও নদীকূলে বালা।
শুনতে কি পাও আমার তরীর তোমায়-চাওয়া গীতি?
ম্লান হয়ে কি যায় ও-চোখে চতুর্দ্দশীর তিথি?

নদীপারের মেয়ে!
আমার ব্যথার মালঞ্চে ফুল ফোটে তোমায় চেয়ে।

শীতল নীরে নেয়ে ভোরে ফুলের সাজি হাতে,
রাঙা উষার রাঙা সতীন দাঁড়াও আঙিনাতে।
তোমার মদির শ্বাসে কি মোর গুলের সুবাস মেশে?
আমার বনের কুসুম তুলি' পর কি আর কেশে?

নদীপারের মেয়ে!
আমার কমল অভিমানের কাঁটায় আছে ছেয়ে।
তোমার সখায় পূজ কি মোর গানের কমল তুলি?
তুল্‌তে সে-ফুল মৃণাল-কাঁটায় বেঁধে কি অঙ্গুলি?
ফুলের বুকে দোলে কাঁটার অভিমানের মালা,
আমার কাঁটার ঘায়ে বোঝ আমার বুকের জ্বালা?

১৪০০ সাল

(কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে" পড়িয়া)

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি ক'রেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে,
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে !

খেয়ালী গো, রহস্য-দুলাল !
উতারি' ঘোমটাখানি তোমার আঁখির আগে
কবে এল সুদূর আড়াল ?
অনাগত আমাদের দখিন-দুয়ারী
বাতায়ন খুলি তুমি, হে গোপন হে স্বপন-চারী,
এসেছিলে বসন্তের গন্ধবহ-সাথে,
শত বর্ষ পরে যথা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি রাতে !
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি-নীরে,
আনমনা প্রজাপতি নীরব পাখায়
উদাসীন, গেলে ধীরে ফিরে !

আজি মোরা শত বর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে ।

জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিত-গান
সজল নয়নে!
আজো হায়
বারে বারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্ম্মরে,
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল
পড়ে ঝ'রে ঝ'রে।
ঝিরি ঝিরি কাঁপে কালো নয়ন-পল্লব,
মধুপের মুখ হ'তে কাড়িয়া মধুপী পিয়ে পরাগ আসব।
কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন-আরক্তিম কিংশুক-বসন!
রহিয়া রহিয়া আজো ধরণীর হিয়া
সমীর উচ্ছ্বাসে যেন উঠে নিঃশ্বসিয়া।

তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি, হে কবীন্দ্র,
অনুরাগ ভরে।
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে।
চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরী!
করি চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হ'য়ে, গান হ'য়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙ্গীলা স্বপনে।

আজিকার যত ফুল—বিহঙ্গের যত গান
যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হ'য়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়!

আনন্দ-দুলাল ওগো হে চির অমর!
তরুণ তরুণী মোরা জাগিতেছি আজি তব
মাধবী বাসর!
যত গান গাহিয়াছ ফুল-ফোটা রাতে—
সব গুলি তার
একবার—তা'পর আবার
প্রিয়া গাহে আমি গাহি, আমি গাহি প্রিয়া গাহে সাথে!
গান-শেষে অর্দ্ধরাতে স্বপনেতে শুনি
কাঁদে প্রিয়া, "ওগো কবি ওগো বন্ধু ওগো মোর গুণী—"
স্বপ্ন যায় থামি,
দেখি, বন্ধু, আসিয়াছ প্রিয়ার নয়ন-পাতে
অশ্রু হ'য়ে নামি!

মনে লাগে, শত বর্ষ আগে
তুমি জাগো—তব সাথে আরো কেহ জাগে
দূরে কোন্ ঝিলিমিলি-তলে
লুলিত অঞ্চলে।
তোমার ইঙ্গিত খানি সঙ্গীতের করুণ পাখায়
উড়ে যেতে যেতে সেই বাতায়নে ক্ষণিক তাকায়,

ছুঁয়ে যায় আঁখি-জল-রেখা,
নুয়ে যায় অলক-কুসুম,
তারপর যায় হারাইয়া,—তুমি একা বসিয়া নিঝ্‌ঝুম !
সে কাহার আঁখিনীর-শিশির লাগিয়া
মুকুলিকা বাণী তব কোনটি বা উঠে মঞ্জুরিয়া,
কোনটি বা তখনো গুঞ্জরি ফেরে মনে
গোপনে স্বপনে !
সহসা খুলিয়া গেল দ্বার,
আজিকার বসন্ত প্রভাত খানি দাঁড়াল করিয়া নমস্কার।
শতবর্ষ আগেকার তোমারি সে বাসন্তিকা দূতি
আজি নব নবীনেরে জানায় আকুতি।...

হে কবি-শাহান-শাহ ! তোমারে দেখিনি মোরা,
সৃজিয়াছ যে তাজমহল—
শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কালের কপালে ঝলমল—
বিস্ময়-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরি,
যৌবনেরে অভিশাপি—"কেন তুই শতবর্ষ করিলি রে দেরী ?"
হায় মোরা আজ
মোম্‌তাজে দেখিনি, শুধু দেখিতেছি তাজ।

শতবর্ষ পরে আজি হে কবি-সম্রাট
এসেছে নূতন কবি—করিতেছে তব নান্দীপাঠ !
উদয়াস্ত জুড়ি আজো তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব।
তোমারি দে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী।

আজি তব বরে
শত বেণু-বীণা বাজে আমাদের ঘরে।
তবুও পুরে না হিয়া ভরে না ক প্রাণ,
শতবর্ষ সাঁতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।
মনে হয়, কবি,
আজো আছ অস্তপাট আলো করি
আমাদেরি রবি!

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি ক'রেছিলে নবীনেরে
রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কমল হ'য়ে তব পদতলে!

মনে হয়, আসিয়াছ অপূর্ণের রূপে
ওগো পূর্ণ আমাদেরি মাঝে চুপে চুপে!
আজি এই অপূর্ণের কম্প্র কণ্ঠস্বরে
তোমারি বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে—
তোমা হ'তে শতবর্ষ পরে!

———

চক্রবাক

এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্যে অকূল রহস্য-পারাবার,
তারি এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি'।

ভু'লে-যাওয়া কোন্ জন্মান্তর পারে
কোন্ সুখ-দিনে এই সে নদীর ধারে
পেয়েছিল তারে সারা দিবসের সাথী,
তারপর এল বিরহের চির-রাতি,—
আজিও তাহার বুকের ব্যথার কাছে,
সেই সে স্মৃতির পালক পড়িয়া আছে!

কেটে গেল দিন, রাত্রি কাটেনা আর,
দেখা নাহি যায় অতিদূর ঐ পার।
এপারে ওপারে জনম জনম বাধা,
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি'
কাঁদিছে বাঁশরী সুরের ছলনা করি'!
আমরা শুনাই সেই বাঁশরীর সুর,
কাঁদি—সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর।

কত তের নদী সাত সমুদ্র পার
কোন্ লোকে কোন্ দেশে গ্রহ তারকার
সৃজন-দিনের প্রিয়া কাঁদে বন্দিনী,
দশদিশি ঘিরি' নিষেধের নিশিথিনী।
এপারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথী তার, কেবলি সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু—
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু।

তাহারি লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে, জড় পাষাণে,
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা।
নিরন্ধ্র মেঘ বাদলে ডাকিছে কেকা!
আমাদের পটে তাহারি প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই—আমরা শিল্পী কবি।

এই বেদনার নিশীথ-তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথী তার মিলনের মোহানাতে।

আমরা শিশির, আমাদের আঁখি-জলে
সেই সে আশার রাঙা রামধনু ঝলে!

কুহেলিকা

তোমরা আমায় দেখ্‌তে কি পাও আমার গানের নদী-পারে ?
নিত্য কথার কুহেলিকায় আড়াল করি আপনারে।
সবাই যখন মত্ত হেথায় পান করে মোর সুরের সুরা,
সব-চেয়ে মোর আপন যে জন সে-ই কাঁদে গো তৃষ্ণাতুরা।
আমার বাদল-মেঘের জলে ভর্‌ল নদী সপ্ত পাথার,
ফটিক-জলের কণ্ঠে কাঁদে তৃপ্তি-হারা সেই হাহাকার।
হায় রে, চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায় তন্দ্রাহারা বিশ্ব-নিখিল,
কলঙ্ক তার নেয় না গো কেউ, রইল জু'ড়ে চাঁদেরি দিল্‌।

সম্পূর্ণ

নজরুল ইস্‌লামের পুস্তকাবলী ঃ—

১। বুলবুল রাজসংস্করণ ১॥০
২। ঐ সাধারণ সংস্করণ ১।০
৩। সঞ্চিতা (চয়নিকার ন্যায় সংগ্রহ) ২॥০
৪। জিঞ্জীর (মুস্‌লেম কবিতার সমষ্টি) ১॥০
৫। চিত্তনামা (দেশবন্ধু সমন্ধে) ১৲
৬। ঝিঙেফুল (ছেলেদের কবিতা) ৸০
৭। সাম্যবাদী ৵০
৮। রাজবন্দীর জবানবন্দী ।০
৯। ফণিমনসা ১।০
১০। ছায়ানট ১।০
১১। পূবের হাওয়া ১।০
১২। দোঁলন চাঁপা ১।০
১৩। সিন্ধু-হিন্দোল ১।৵০
১৪। অগ্নিবীণা (৪র্থ সং) ১।০
১৫। বাঁধন হারা (উপন্যাস) ২৲
১৬। ব্যথার দান (ঐ) ১॥০
১৭। রিক্তের বেদন (ঐ) ১॥০
১৮। দুর্দ্দিনের যাত্রী (২য় সং) ।৵০
১৯। রুদ্র মঙ্গল ॥০

শীঘ্রই বাহির হইবে—

২০। সন্ধ্যা (জাতীয় ভাবের কবিতার সমষ্টি)
২১। চক্রবাক (কাব্যগ্রন্থ)
২২। চোখের চাতক (গজল-গানের বই) ১৲
২৩। চোখের চাতক রাজসং ১।০
২৪। আলেয়া (গীতিনাট্য) ১।০
২৫। মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস) (যন্ত্রস্থ)
২৬। কুহেলিকা (ঐ) (যন্ত্রস্থ)
২৭। সাত ভাই চম্পা (ছেলে-দের কবিতার বই)
২৮। সুরমুকুর (স্বর-লিপির বই)

কবির নিম্নলিখিত বই সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন—

২৯। বিষের বাঁশী
৩০। ভাঙার গান
৩১। যুগবাণী

ডি, এম, লাইব্রেরী—
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।